R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘ দিন ধরেই গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে কলকাতায় পার্টির টালা সেন্টারে প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। শ্বাসকষ্টের রোগে প্রায়শই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সর্বদা অক্সিজেন সিলিন্ডার তাঁর ঘরে রাখা ছিল। এই অবস্থায় ১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। এদিন তাঁর মরদেহ পিস ওয়ার্ল্ডে সংরক্ষিত রেখে ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং পলিটবুরো সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্য নেতারা মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিস সহ পার্টির সমস্ত জেলা অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ৪ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বিকেল ৫টায় তাঁর স্মরণ সভা।

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস লাল সেলাম

গুজরাট নাকি 'ভাইব্র্যান্ট' !

এ দেশের সবচেয়ে ধনী পাঁচ জনের মধ্যে চার জনই গুজরাটের মানুষ। ২০১৯ সালে অতি ধনীদের যে তালিকা তৈরি করেছে ফোর্বস, সেখানে রয়েছে এই তথ্য। ধনকুবেরদের মধ্যে টানা ১২ বছর ধরে এক নম্বর স্থানটি রয়েছে মুকেশ আম্বানির দখলে। তালিকায় তার পরেই উঠে এসেছে শিল্পপতি গৌতম আদানির নাম। এছাড়া পালনজি মিস্ত্রি ও উদয় কোটাকের নাম রয়েছে তালিকার চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে।

সবই ঠিক ছিল। ২৫ বছর ধরে গুজরাটে ক্ষমতায় রয়েছে 'আচ্ছে দিন'-এর মহান কারিগর বিজেপি। তাদের উন্নয়নের মডেল রাজ্য— সাধের 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট'-এর তো এমন ঝলকই দেখাবার কথা! কিন্তু মুশকিল করেছে খোদ বিজেপি রাজ্য সরকারেরই একটা তথ্য। বিধানসভায় পেশ হওয়া সেই সরকারি তথ্য বলছে, 'ঝলমলে' গুজরাটের ১ লক্ষ ৪২ হাজারেরও বেশি শিশু চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। হিসাবের খাতার বাইরে যে রয়ে গেছে আরও বহু, তা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিক ভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত দাহোড় ও নর্মদার মতো জেলাতেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অপুষ্ট, রুগ্ন শিশু। কিন্তু ছবিটা বিশেষ অন্য রকম নয় আনন্দ-এর মতো সমৃদ্ধএলাকাতেও। ধনী প্রবাসী গুজরাটিদের বাস এই আনন্দে। কিন্তু সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এ হেন আনন্দেও ছ'হাজারের বেশি বাচ্চা অপুষ্টির শিকার।

শুধু শিশু-অপুষ্টিই নয়, ২০১৮-র একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আগের দু'বছরের তুলনায় সে বছরে দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যাওয়া পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে এক-আধটা নয়, প্রায় ১৯ হাজার। সরকার নিজেই বিবৃতি দিয়েছে, গুজরাটে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪১৩টি। পরিবারপিছু সদস্যসংখ্যা গড়ে ৫ জন হলে রাজ্যে খেতে না-পাওয়া মানুষের সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। গোটা দেশ জুড়ে আজ বেকারির ভয়ঙ্কর থাবা, নোটবন্দি ও জিএসটি যা আরও বাড়িয়েছে। গুজরাটও ব্যতিক্রম নয়। ফলে গত এক বছরে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যাটা সেখানে যে আরও বেড়েছে বৈ কমেনি, তা বলাই যায়।

উন্নয়নের মডেল রাজ্য 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাটে'র আসল চেহারা তাহলে এই! ২৫ বছরের শাসনে বিজেপি তাহলে সেখানে এ হেন 'রামরাজ্য'ই স্থাপন করেছে, যেখানে উন্নয়নের সমস্ত সুফল শুষে নিচ্ছে হাতে-গোনা কয়েকজন ধনকুবের, আর খালি পেটে, ছেঁড়া জামাকাপড়ে ফুটপাতে দিন গুজরান করছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, খুঁটে খাচ্ছে ডাস্টবিনের খাবার!

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া-২৪ মার্চ, '১৮ এবং পিটিআই-৯ জুলাই, '১৯)

বাঙ্গালোরে শিক্ষা কনভেনশন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে ২২ অক্টোবর কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এবং এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক শিক্ষা কনভেনশন। ছবি ঃ কনভেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক

বিধাননগরে পার্শ্বশিক্ষকদের অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

এ রাজ্যে কর্মরত প্রায় ৪৮ হাজার পার্শ্বশিক্ষক সরকারি বঞ্চনার শিকার হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। পূর্ণ শিক্ষকের মর্যাদা এবং সমকাজে সমবেতন কাঠামো চালু করার দাবিতে 'পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চ' লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ঐক্যমঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগীরথ ঘোষ ক্ষোভের সাথে বলেন, ১৫ বছরেরও বেশি সময় কাজে নিযুক্ত থাকলেও এবং এনসিটিই-র নির্দেশিকা অনুযায়ী পার্শ্বশিক্ষকরা সকলেই প্রয়োজনীয় ডিএলএড যোগ্যতা অর্জন করলেও আজও শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। তা ছাড়া নামমাত্র ভাতা যা দেওয়া হচ্ছে, তা বর্তমান মূল্যসূচকের সাপেক্ষে নিতান্ত সামান্য। ফলে তীব্র আর্থিক কষ্টে গত ৪ বছরে শতাধিক শিক্ষক মারা গিয়েছেন।

ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যমঞ্চ ১১ নভেম্বর থেকে সল্টলেকে বিকাশ ভবনের পাশে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ১৭ নভেম্বর অবস্থান মঞ্চে যান এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অন্য পেশার সঙ্গে শিক্ষকতার পার্থক্য আছে। শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের জীবনে আলো জ্বালান শিক্ষকরা। তাই তাঁদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। স্বাধীনতার এতদিন পরে সেই শিক্ষকদের পথে নামতে হচ্ছে। আবার পথে নামারও অনুমতি দেয়নি সরকার। হাইকোর্টে আবেদন করে আপনারা অবস্থানে বসেছেন, অনশন করছেন। এর আগে আপনাদের উপর লাঠিচার্জ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, কী রাজ্য, কী কেন্দ্রীয় সরকার— কেউই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে পারে না বা শিক্ষকদের দাবি মেটাতে পারে না, অথচ উৎসবে দেদার টাকা ঢালতে পারে, পুলিশ-মিলিটারি খাতে বিপুল ব্যয় করতে পারে। কমরেড ভট্টাচার্য এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৬ নভেম্বর পার্শ্বশিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অবস্থান মঞ্চে যান ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও-র প্রতিনিধিরা। অনশনকারীদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংহতি জানান যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। তাঁরা দাবি জানান, অবিলম্বে পার্শ্বশিক্ষকদের সমকাজে সমবেতন দিতে হবে এবং তাঁদের শিক্ষকের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে।

১০০ দিনের কাজে বঞ্চনা ঃ তুফানগঞ্জে বিক্ষোভ

৭ নভেম্বর এ আই কে কে এম এস-এর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক কমিটির উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজের দাবিতে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ ৪ (ক) ফর্ম ফিলআপ করে আবেদন করার পরেও চিলাখানা ১ নং অঞ্চলে কোনও কাজ দেওয়া হচ্ছে না। চিলাখানা ২ নং অঞ্চলে ৪(ক) ফর্ম পূরণ করে প্রধানকে দেওয়া হয়। কিছু মানুষের কাজ হলেও আবেদনকারী সমস্ত মানুষ কাজ পাননি। দেওচড়াই অঞ্চলে শতাধিক মানুষ উক্ত ফর্ম নিয়ে গেলে সেই ফর্ম জমা নিতে অস্বীকার করেন অঞ্চল প্রধান, যা সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ। এর প্রতিবাদেই ছিল বিডিও অফিস অভিযান। এ দিন দুই শতাধিক মানুষের মিছিল শহর পরিক্রমা করে বিডিও চত্বরে উপস্থিত হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, ব্লক সম্পাদক কমরেড অশ্বিনীকুমার বর্মন, কমরেড রবিয়া সরকার প্রমুখ। বিডিও দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং দ্রুত দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com